তারিখঃ ১০.৪.২১ – ১১.৪.২১ ইং

**ফানা ফি আস শাইখ**

ফানা ফি আস শাইখ অর্জিত জ্ঞান সূচনা হয় যার কাছ থেকে। যিনি দ্বীনি ও দুনিয়াবি পথ দেখতে যে জ্ঞান ও দিক নির্দশন প্রয়োজন, তিনি তা করে থাকেন। প্রতিটি শিক্ষার্থী শুরুটা করে তার থেকে। তিনি ই শায়েখ, গুরু, উস্তাদ।

প্রতিটি শিক্ষার্থী শুরুর দিকে প্রত্যেকে যার যার শিক্ষকের নিকট ফানা তথা অনুগামী হতে হয়। তিনি যা শিখান ছাত্র তাই শিখে। তাদের মধ্যকার সম্পর্ক হয় পিতা পুত্রের মত করে আত্মার সাথে।

অনেকেই ফানার অনেক ব্যাখ্যা করে থাকে। সেই ক্ষেত্রেও ধর্মীয় মাপ কাঠি আছে। আমরা অবশ্যই ফানার সীমাবদ্ধতা ধর্মের উপরে নিয়ে যাব না। সেটা শায়েখের সাথেই হোক আর নবি রাসূলেই সাথেই হোক।

সেই শিক্ষা ও দিক নির্দশনাও শায়েখই দিয়ে থাকেন। সাজারার ন্যায় শিক্ষারও ঋণ আছে। পিতা পুত্রের ঋণের সুত্রের মতই। আর একে অপরের আদব ও স্নেহও পিতা পুত্রের মতই। বরং ক্ষেত্র বিশেষে তারচেয়েও বেশি মহত্বপূর্ণ। কারণ পিতা জন্ম দেয় লালন-পালন করে, কিন্তু তার লালন-পালন করে গড়ে তোলা এই দেহ দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।

শায়েখ এই দেহকে দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির পথ দেখায়। ছাত্রের দেহ ও আত্মাকে দুনিয়াতে কলুষমুক্ত করতে পথ দেখায় এবং সেটা দুনিয়ার সীমানা অতিক্রম করে আখিরাতেও স্থায়ী করতে পথ দেখায়। অর্থাৎ বিদ্যার সাজারাতে শিক্ষকের গুরুত্ব অনেক দীর্ঘ। শায়েখই চিনিয়ে থাকে নবি কি?, ইমান কি?, আমল কি?, ভাল কি?, মন্দ কি?, আল্লাহ কে? ইত্যাদি।

তারপর শায়েখ প্রত্যেক কে ধর্মের প্রেরিত রিসালাত সম্পর্কে শিক্ষা দেন। শিক্ষার্থীকে নবি রাসূলের দিকে ফানা করতে শেখান। এক সময় শিক্ষার্থী নবির সম্পর্কে জানতে শিখে। ধর্ম সম্পর্কে জানতে শিখে। ধীরে ধীরে শিক্ষার্থী ফানা ফিন নাবীয়্যি তথা ফানা ফির- রাসুল স্তরে উত্তীর্ণ হয়।

অবশ্যই এই ক্ষেত্রে আমরা ধর্মীয় নিয়ম কানুন ও মাপ কাঠির ঊর্ধ্বে যাব না। একজন শিক্ষার্থীর অনেক শায়েখ থাকতে পারে। কিন্তু একই সাথে একাধিক রিসালাত প্রাপ্ত রসূল থাকতে পারে না। এই স্তরে শিক্ষার্থী রাসুলের আদর্শ, রাসুলের ধর্ম, রাসুলের শরীয়ত তথা রাসূলকে ভালবাসতে শিখে। রাসুলের শরীয়ত অনুসারে নিজের দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তির পথ অনুসন্ধান করে থাকে।

এই স্তরে পরে আসে আরো একটি স্তর। সেটা কি ফানা ফিল্লাহ? না, আল্লাহ আর বান্দার মধ্যে আছে পর্দা। সবাই তার দাস। তিনি এই সকল কিছুর মুখ মুখি নন।

তাই শায়েখ ও রিসালাতের নবিগন মুলত প্রতিটি দেহ ও আত্মাকে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির জন্য কাজ করে থাকেন। প্রত্যেকেই বাধ্য যার যার ঋণ দেওয়া নেওয়ার জন্য। এতে নিজরাই নিজদের ঋণ শোধ করছে। আল্লাহ এই বিষয় থেকেও উর্ধে।

তারপরেও কোরআনে কেন বলা হয় ঋণ দিতে? কে দিবে উত্তম ঋণ? সুরা মুজাম্মেল।

এই ঋণ আমরা তাকে দিচ্ছি না বরং নিজেরাই নিজেদের দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির জন্য করে থাকি। আল্লাহ এই সবের মুখোমুখি নন।

সুরা মুজাম্মেল ২০ নং আয়াত

৭৩:২০ اِنَّ رَبَّکَ یَعۡلَمُ اَنَّکَ تَقُوۡمُ اَدۡنٰی مِنۡ ثُلُثَیِ الَّیۡلِ وَ نِصۡفَهٗ وَ ثُلُثَهٗ وَ طَآئِفَۃٌ مِّنَ الَّذِیۡنَ مَعَکَ ؕ وَ اللّٰهُ یُقَدِّرُ الَّیۡلَ وَ النَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنۡ لَّنۡ تُحۡصُوۡهُ فَتَابَ عَلَیۡکُمۡ فَاقۡرَءُوۡا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الۡقُرۡاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنۡ سَیَکُوۡنُ مِنۡکُمۡ مَّرۡضٰی ۙ وَ اٰخَرُوۡنَ یَضۡرِبُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ یَبۡتَغُوۡنَ مِنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ ۙ وَ اٰخَرُوۡنَ یُقَاتِلُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ۫ۖ فَاقۡرَءُوۡا مَا تَیَسَّرَ مِنۡهُ ۙ وَ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ وَ اَقۡرِضُوا اللّٰهَ قَرۡضًا حَسَنًا ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوۡا لِاَنۡفُسِکُمۡ مِّنۡ خَیۡرٍ تَجِدُوۡهُ عِنۡدَ اللّٰهِ هُوَ خَیۡرًا وَّ اَعۡظَمَ اَجۡرًا ؕ وَ اسۡتَغۡفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۲۰﴾

নিশ্চয় তোমার রব জানেন যে, তুমি রাতের দুই তৃতীয়াংশের কিছু কম, অথবা অর্ধরাত অথবা রাতের এক তৃতীয়াংশ সালাতে দাঁড়িয়ে থাক এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের মধ্য থেকে একটি দলও। আর আল্লাহ রাত ও দিন নিরূপণ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা তা করতে সক্ষম হবে না। তাই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। আর সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূপে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আমরা যা করবো সেটা মুলত আমাদের জন্যই

তার মানে এই ঋণের ধারাবাহিকতার মধ্যে তিনি কারো মুখোমুখি বা মুখাপেক্ষী নন। তিনি এই ঋণের ঊর্ধ্বে।

আমরা আল্লাহর পথে চলি নিজেদের মঙ্গলের জন্যই।

তাহলে ফানা কোথায় গিয়ে দাড়ালো?

কেউ কি বলতে পারেন?

**ফাহিম আলমঃ** নিজেই নিজের মধ্যে ফানা।

* না।

**ফাহিম আলমঃ** রাসূল পর্যন্ত।

* না।

আর কেউ?

**আবু আমাতুল্লাহঃ** সৃষ্টির আদি দশায়।

আর কেউ? চাইলে উক্ত আয়াত পড়ে উত্তর খুজতে পারেন।

আর কেউ?

**মাহদি হাসানঃ** না

অন্য আর কেউ?

**মাহদি হাসানঃ** পুত্রহীন পিতা?

* হ্যা

**মশিউল আলম সুজনঃ** আমিও এটাই বলতাম।

শাইখ মুক্তির পথ দেখালেন সেটা গিয়ে নবি রাসূলের দিকে ফানা হলো। নবি রাসূলগন ধর্মের পথকেই নিজেদের মুক্তির পথ বলে জানালেন। ধর্ম হল বিধিবদ্ধ বিশ্বাস স্বীকৃতি ও কর্ম।

মাহদি হাসানঃ পুত্রহীন পিতা?

* কেন এমন উত্তর?

মশিউল আলম সুজনঃ আমিও এটাই বলতাম।

* কেন?   
  আশ্চর্য!

**মাহদি হাসানঃ** যেহেতু মুখাপেক্ষী নয় সেহেতু পুত্রই নাই। এই ভেবে। যদিও ভাল তেমন বুঝিনি।

* হ্যা। আমিও ভেবেছি এইটাই মনে করতে পারেন।

এই অংশটাই সকল বিদ্যার শেষ স্তর। কেউ ঐ স্তরের বাহিরে যেতে পারে না। একটা পর্দা সেটা হলো ধর্ম যা বিশ্বাস করা হয় এবং বিধিবিধান গুলো সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়। সেই পর্যন্ত ফানার শেষ স্তর।

প্রত্যেক মুনি, ঋষী, ওলী, বুজুর্গ, রাসূল ও আন্বীয়াগন আমাদেক কে সেই সত্যের দিকে অনুগামী হতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ভাল কর্ম, উত্তম কর্ম, দেহ ও আত্মার পরিশুদ্ধতা যে পথে সেই পথটাই মুলত ফানার শেষ স্তর।

তাহলে যে অনেকে বলে ফানা ফিল্লাহ হয়েছে বা ফানা ফিল্লাহ হতে? তার উত্তর কি হবে?

যা ধর্মে নেই, কোরআনে নির্দেশ নেই, নবিও নির্দেশ করেন নি। সেই ফানার পথে যাওয়া যাবে না।

**আবু আমাতুল্লাহঃ**

তাহলে যে অনেকে বলে ফানা ফিল্লাহ হয়েছে বা ফানা ফিল্লাহ হতে? তার উত্তর কি …

সে বিভ্রান্ত।

* অর্থাৎ ফানাফিল্লাহ বলতে কিছুই নাই।

**নওশাদ ভুইয়াঃ**

তাহলে যে অনেকে বলে ফানা ফিল্লাহ হয়েছে বা ফানা ফিল্লাহ হতে? তার উত্তর কি …

এর উত্তর তো মণ্ডলের সুত্রতেই পাওয়া যায়। স্রষ্টা আর সৃষ্টি ফানা বা একাকার হওয়া কখনোই সম্ভব না। শায়েখ বা শরিয়াত প্রাপ্ত যেকোনো রাসূল তো সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। তাদের যেমন অনুভূতি এবং কাজের জন্য মানবিক জ্ঞান বুদ্ধি আছে, সেটা কেবল আনুগত্য করার জন্যই সৃষ্টি। আল্লাহকে ফানা করার প্রশ্ন আসার কথা না কারণ, আল্লাহর মুখাপেক্ষী আমরা কিন্তু তিনি এসব থেকে পবিত্র। আল্লাহকে ইবাদত করতে হয় না, তাই ফানা সম্ভব না।

**শায়েখঃ** ধরেন আপনার কাছে মনে হলো সকল কিছু দান করে নিঃস্ব হয়ে যাবেন অথবা সংসার ত্যাগ করে সম্পূর্ণ বৈরাগী হয়ে যাবেন! এটা কি ধর্মের শিক্ষা? নবির শিক্ষা? কোরআনের শিক্ষা?

**মাহদি হাসানঃ** না

**আবু আমাতুল্লাহঃ** না

আপনার মধ্যে ভালবাসা আছে, রাগ আছে, হিংসা আছে, মায়া আছে, জ্ঞান আছে সেগুলো ধর্মের বিধিবদ্ধ নিয়মে যেখানে দরকার সেখানে প্রয়োগ করুন। সেটাই ধর্ম।

অহংকারীর সাথে অহংকার দেখানো টাও ধর্মের মধ্যেই পড়ে। অর্থাৎ অহংকার বিধিবদ্ধ নিয়মে ধর্ম হতে পারে। বিনয় বিধিবদ্ধ নিয়মে যেখানে করার ঠিক সেইভাবে সেখানেই করুন। আপনার যৌন আকাঙ্ক্ষা আছে যেমনটা আপনার মধ্যে খিদা আছে। সেগুলোর জন্য একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে।

**ফাহিম আলমঃ** বিধিবদ্ধ এই নিয়মগুলোই শরীয়ত।

* হ্যা

প্রতিটি ঋপু প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যেই বিধিবিধান দেওয়া আছে সেটাই শরীয়ত। আর সেই শরীয়তের পথে থেকে প্রত্যেকের আপন আপন ঋপুকে নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং পরিশুদ্ধ করা। আর এটাই হল ফানার সর্বশেষ স্তর।

কেউ কি দুইটা করে ঋপুর নাম বলতে পারবেন? অবশ্যই বিপরীতমুখী হতে হবে।

যেমন ভালবাসা বনাম ঘৃণা।

চেষ্টা করুন।

**ফাহিম আলমঃ** হিংসা অহংকার।

* হয় নি। বিপরীতমুখী দুইটি ঋপুর নাম। অহংকার ও বিনয়।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** আনন্দ দুঃখ।

চেস্টা করুন সবাই, কারণ অনেক গোপন রহস্য আছে ভাল করে বুঝে নিতে হবে।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** প্রশান্তি বনাম অস্থিরতা।

**মাহদি হাসানঃ** রাগি নম্র/ বিনয়ী

**মশিউল আলম সুজনঃ** দয়া ও ক্রোধ।

**মাহদি হাসানঃ** আমানত খেয়ানত।

**ফাহিম আলমঃ** দানশীল/কৃপণ

**মাহদি হাসানঃ** ক্ষমা দন্ড।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** গর্ব অপমান।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** ক্ষমা বনাম প্রতিশোধপরায়ণতা

**মশিউল আলম সুজনঃ** হিংসা ও ভালবাসা।

**মাহদি হাসানঃ** বন্ধুত্ব শত্রুতা।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** হিংসা বনাম পরোপকার।

**মাহদি হাসানঃ** উপকার বনাম অপকার।

আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট ভালো হয়েছে।

আগামীকাল পরের অংশ থেকে আলোচনা করবো। তবে সবাই কালকে উপস্থিত থাকবেন। ১১:৩০ এর দিকে।

**ফাহিম আলমঃ** إن شاء الله

**মশিউল আলম সুজনঃ** ইনশাআল্লাহ তাআলা।

এত বড় গোপন রহস্য আছে এখানে যা অতীতের অনেক চিনা বিষয়কেও অচেনা মনে হবে। অনেক সমাধানহীন বিষয়েও সমাধান পেয়ে যাবেন। কখনই অজ্ঞতার কারণে শিরকে পড়ার সুযোগ থাকবে না।

কালকে সবাই বিপরীত মুখী এই ঋপু গুলো নিয়ে চিন্তা করবেন। গবেষণা করুন। আর সেটার শেষ কোথায় জানার অপেক্ষায় থাকুন।

আজকের জন্য রাখি।

আসসালামু আলাইকুম

**ফাহিম আলমঃ** وعليكم السلام ورحمة الله

**আবু আমাতুল্লাহঃ** ওয়া আলাকুমুস সালাম

**মশিউল আলম সুজনঃ** ওয়ালাইকুম সালাম ওয়ারহমাতুল্লাহ।

**মাহদি হাসানঃ** ওয়া আলাকুমুস সালাম

**মশিউর রহমান আকিলঃ** ওয়া আলাইকুমুস সালাম**।**